বাংলা সাহিত্য দেশ কাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

৩

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল

দীপঙ্কর মল্লিক

তাপস পাল

Bangla Sahitya : Desh, Kal O Samajer Prekshite

Vol. III

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Tapas Pal

Published by

Swami Mahaprajnananda
Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal
Phone : 033-2654-9181/9632

Collaboration with

The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

Marketing by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com || diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/
প্রকাশনা ও বিপণন সংক্রান্ত কথা : কৌস্তভ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-92110-48-1

প্রথম প্রকাশ : ১৬.১২.২০২২

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫০০/-

সম্পাদকীয়

আজ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২, শুক্রবার। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ ও দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। আলোচনার বিষয়—'বাংলা সাহিত্য : দেশ, কাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে'। এই আলোচনাসভায় উপস্থিত সমস্ত আমন্ত্রিত বক্তা, সভামুখ্য, অতিথিবৃন্দ ও গবেষণাপত্র উপস্থাপনকারীদের বয়সোচিত আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের সংগঠন প্রতি বছর সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ওপর মূলত ভর করে বৈচিত্র্যময় বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আঞ্চলিকস্তর, রাজ্যস্তর, জাতীয়স্তর ও আন্তর্জাতিকস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন করে আসছে। ইতিপূর্বে আমরা মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে দুটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ, চাকদহ কলেজ, বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছি।

এই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্যে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে। একইভাবে আমরা কৃতজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির-এর অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে। আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী তত্ত্বচৈতন্য মহারাজের প্রতি। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ আমাদের পাশে থেকে এই আলোচনাচক্রকে বাস্তবায়িত হতে সাহায্য করেছেন বলে আমরা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে যথোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, গবেষকরা লেখা পাঠিয়েছেন। সেইসব লেখা থেকে নির্বাচিত লেখাগুলি একত্রিত করে আমরা সংকলিত গবেষণাগ্রন্থ নির্মাণে ব্রতী হয়েছি। যাঁরা নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে লেখা পাঠিয়েছেন, তাঁদের লেখা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। গবেষণাপত্র প্রেরণকারীদের কাছে আমরা বার বার ফোন করেছি এবং তাঁদের লেখা বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা আমাদের সহ্য করেছেন বলে আমরা তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আসলে এ ধরনের কাজ কখনও একার দ্বারা সম্ভব নয়। বিশেষ করে শিরোনাম পরিবর্তন করা, লেখার বিষয় অনুসারে বিশেষজ্ঞমণ্ডলীকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া, আকাদেমি

বানান অনুসারে গবেষণাপত্রকে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমে দাঁড় করানো—বেশ সময়সাধ্য কাজ।

এই ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যে প্রবন্ধগুলি নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলিকে সাহিত্যের সংরূপ অনুসারে একাধিক স্তরে বিভাজন করেছি। প্রবন্ধের সংখ্যা একশো চল্লিশটি হওয়ায় আমরা সংরূপ অনুসারে সেই প্রবন্ধগুলিকে বিন্যস্ত করে তিনটি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথম খণ্ডে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য এবং কাব্য-কবিতা বিষয়ক আলোচনাগুলি একত্রিত করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা মূলত কথাসাহিত্যকে রেখেছি। তৃতীয় খণ্ডে নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনীমূলক রচনা, সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ, সমাজ-সংস্কৃতি-শিল্প এবং সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের মধ্যে অন্তর্গত লেখাগুলি বিন্যস্ত করেছি।

এই কর্ম প্রচেষ্টা দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে টিম গৌরীর কার্যকরী কমিটির যে সদস্যরা, তাঁরা হলেন—তাপস পাল, অরুণাভ চক্রবর্তী, মধুসূদন সাহা, বৈশাখী পাঠক, অস্মিতা মিত্র, কাকলি মোদক, শোভনলাল বিশ্বাস, কার্তিক নাগ, স্বরূপ দত্ত ও পিয়ালী দাশগুপ্ত। এই কমিটির চালিকাশক্তি তাপস পালের প্রতি আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

বলাবাহুল্য, দ্রুততার সঙ্গে এই গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের কারণে যদি কোথাও কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে, তাহলে আমরা অনিচ্ছাকৃত সেই খামতির জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আশাকরি আপনারা নিজগুণে আমাদের ক্ষমা করবেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গবেষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুজনদের যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ কোনো কাজে আসে, তাহলে ভীষণ খুশি হব। আপনাদের পুনর্বার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই।

নমস্কারান্তে
অধ্যাপক তপন মন্ডল
সংগঠনের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি
ও
সেমিনার কমিটির সভাপতি

সূ | চি | প | ত্র

নাটক

উনিশ শতকের থিয়েটার : হাঁড়িশুড়ির পয়সার বাহার না বুদ্ধিজীবীর রুচির আখ্যান—একটি বিশ্লেষণ
অনন্য শংকর দেবভূতি
১

ব্যবসায়িক থিয়েটার, দর্শকরুচি ও গিরিশচন্দ্র মানসদ্বন্দ্ব
পারমিতা টিকাদার
৮

৫২-র ভাষা আন্দোলন ও মুনীর চৌধুরীর 'কবর' : একটি রাজনৈতিক নাটকের উপাখ্যান
বিমান দাস
১২

বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'উজান যাত্রা' : দেশভাগ কবলিত উদ্বাস্তু জীবনে নারীর অবস্থান
দেবরাজ হাওলাদার
২০

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা নাটকে শ্রমিক আন্দোলন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের ডাক'
পাপিয়া নস্কর
২৭

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অণুনাটক 'মৌমাছি'
শেখর সরকার
৩২

সিসিফাসের নবায়ন : 'এবং ইন্দ্রজিৎ'
পিউ মণ্ডল
৩৬

আধুনিকপ্রেক্ষিতে মনোজ মিত্রের নাটক 'নরক গুলজার'-এর সমাজবাস্তবতা
পিয়ালী দাশগুপ্ত
৪২

নারী ও পুরুষের ভাষা : প্রসঙ্গ তৃপ্তি মিত্রের নাটক
তনয়া আফরোজ
৪৬
'আধা আধুরে' : সিসিফাসের পুনরাবৃত্তি
বিপাশা বসাক
৫২
'পরদেশী' : সময়ে সময়ে শব্দের গুরুত্ব বাড়ে!
আশিস রায়
৫৭
নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাতাকর্ণ' নাটকে কর্ণ চরিত্রের বিবর্তন
সৌরভ সামন্ত
৬২
'পত্রশুদ্ধি' : নারীশিক্ষা বনাম হাস্যরস
সৌভিক পাঁজা
৬৯
'অসম্ভব গোলটেবিল'-এর চর্যা-বৈঠক : ঐতিহ্যের মুখোমুখি আধুনিকতা
স্বরাজকুমার দাশ
৭৪

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা : প্রেক্ষিত 'কালান্তর'
গৌতম দাস
৭৮
রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক ধারণা, চিন্তায় ও কর্মে : প্রসঙ্গ 'রাশিয়ার চিঠি'
সুশান্ত মণ্ডল
৮৫
সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ : একটি অন্বেষণ
রাহুল মণ্ডল
৮৯
শক্তির গদ্যে শক্তির বিচরণ
সীমন্তিনী সাহা
৯৪

আত্মজীবনীমূলক রচনা

মণিকুন্তলা সেনের 'সেদিনের কথা'য় উত্তাল চল্লিশ ও দারিদ্র্যভাবনা
চিত্রা সরকার
৯৯
প্রবাসী বঙ্গনারীর আত্মচরিত একটি মূল্যায়ন
মধুবন্তী সোম
১০৭
কৈলাসবাসিনীর কলমে নারীবিশ্ব
সেখ রফিজুল
১১২

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ

এক গল্পের দুই চলচ্চিত্রায়ণ : একটি সমীক্ষা
অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়
১২২

অন্যান্য সাহিত্যসংরূপ

দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের ক্রমোত্তরণ
দেবাশিষ পাল
১২৭
বাংলা সাময়িকপত্রে রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বাদেশিকতার বিকাশ
সিপাহি বিদ্রোহ থেকে নীলবিদ্রোহ
কৌশিক মণ্ডল
১৩২
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের কাহিনি : সামন্ততন্ত্র ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব
সুনেত্রা ব্যানার্জী
১৩৪
সত্যজিৎ-মানসে গোয়েন্দা ফেলুদার নির্মাণশৈলী
সৌত্রিক ঘোষাল
১৪৪
শিশু সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন
শিরীণ মুস্তাফি
১৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের কাহিনি
সামন্ততন্ত্র ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব

সুনেত্রা ব্যানার্জী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ব্যোমকেশের কাহিনি রহস্য গল্প হলেও সেখানে সামাজিক পরিসর গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখক একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনী নয়। প্রতিটি কাহিনীকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনীর মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। সাধারণ মানুষের জীবনে কতগুলো সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়-ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে।[১]

ব্যোমকেশের কাহিনিকে 'সামাজিক উপন্যাস' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বলেই হয়তো সত্যান্বেষী ব্যোমকেশকে অসীম শক্তিশালী কোনও সুপারহিরো করতে চাননি শরদিন্দু। ব্যোমকেশের বৈশিষ্ট্যই এই যে সে অনায়াসে গড়পরতা সাধারণ বাঙালির মধ্যে মিশে যেতে পারে। শরদিন্দুর লেখা ব্যোমকেশের কাহিনিগুলিও কোথাও বানিয়ে তোলা মনে হয় না। কাহিনিগুলির সমান্তরালে ব্যোমকেশের ব্যক্তিগত জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে। অজিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, সত্যবতীর সঙ্গে প্রেম, অভিসার, বিয়ে, সন্তান জন্ম থেকে দাম্পত্য কলহ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে শরদিন্দু পরিস্ফুট করেছেন। একইসঙ্গে ব্যোমকেশ-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে বিশ শতকের তিন-চার-পাঁচ-ছয়ের দশকের পরিবর্তিত সময়ের অনেক চিহ্ন রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কালোবাজারি, অসাধু ব্যবসায়ীর উত্থান, অবৈধ অস্ত্রের চোরা কারবার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা পরিবারের মূল্যবোধের নৈতিক অধঃপতন, দেশভাগের সময়ে গুপ্তচর বৃত্তি থেকে সোনার চোরাকারবার-এর মতো প্রত্যক্ষ সময়ের ছবি কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে বিস্তার লাভ করেছে। আবার শরদিন্দুর ব্যোমকেশের কয়েকটি কাহিনিতে বাংলার ও তার বাইরে জমিদার পরিবারের ভাঙন অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আধুনিক মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও একইসঙ্গে সহাবস্থান চোখে পড়ে। কারণ কাহিনিগুলি যখন লেখা হয় তখন একদিকে জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে ও অন্যদিকে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে জাল বিস্তার করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জমিদারি ব্যবস্থার পতন ঘটে। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ বা জমিদার পরিবারগুলির অবস্থা কেমন ছিল তাও ব্যোমকেশের এই কাহিনিগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কাহিনিগুলিই অল্প পরিসরে আমাদের এই প্রবন্ধে আলোচ্য। যেমন—'বহ্নি-পতঙ্গ' উপন্যাসে দেখা যায়, বিহারের রাজ পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল হলেও দীপনারায়ণ সিং এর মত অভিজাত ধনী শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে অসবর্ণ বিবাহ করেছিলেন। শকুন্তলা জমিদার পরিবারের মেয়ে ছিল না বলে সামন্ততান্ত্রিক

মানসিকতা তার মধ্যে বিকশিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় সে ছিল অভ্যস্ত। শকুন্তলার সঙ্গে রতিকান্তের প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও বিহারে অভিজাত পরিবারে জাতের বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বলে তাদের বিবাহ সম্ভব ছিল না। কারণ রতিকান্তের "পূর্বপুরুষেরা প্রতাপগড়ের মস্ত তালুকদার ছিল। প্রায় রাজা রাজড়ার সামিল।"[২] যদিও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে রতিকান্ত পুলিশের চাকরি করতে বাধ্য হয়। তবু পারিবারিক ঐতিহ্য ভেঙে অসবর্ণ বিবাহ সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে রাজা দীপনারায়ণ সিং ছিলেন সন্তানহীন। একমাত্র ভাইপো দেবনারায়ণ কাকার বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তার কোনও বিষয় বুদ্ধি ছিল না। মদ, গাঁজার নেশায় বন্ধুদের নিয়ে তার সময় কাটত। এই অবস্থায় দীপনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সে অসামান্য সুন্দর, শিক্ষিতা শকুন্তলাকে জাতের বাইরে বিয়ে করে আনেন। এই অসবর্ণ বিবাহ সেই সময়ে বিহারের অভিজাত রাজপরিবারে ছিল অসম্ভব। দীপনারায়ণ সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের কর্তা হয়েও আধুনিক মতাবলম্বী ছিলেন বলেই শকুন্তলাকে বিয়ের পর অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বিহারের অন্যান্য অভিজাত পরিবারের মতো দীপনারায়ণের বাড়ির মেয়েরা বাইরে কোনো পুরুষের সামনে বেরোতে পারত না। কারণ অভিজাত পরিবারে 'পর্দাপ্রথা' ছিল। শকুন্তলা এসে 'পর্দা প্রথার' বিলোপ ঘটায়। দেবনারায়ণের বউ চাঁদনী সেই নিয়ম মানলেও তার আড়ষ্ট আচরণ প্রমাণ করে "পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তিনি অভ্যস্ত নন, পর্দাপ্রথার ঘোর এখনও কাটে নাই।"[৩] দীপনারায়ণ বিরোধিতা করলে শকুন্তলা কোনোদিন বাইরে মেলামেশা করতে পারত না বা পর্দা প্রথাও বিলোপ করতে পারত না। এই উপন্যাসে সমাজের এক পরিবর্তনশীল বিমিশ্র ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে সামন্ততন্ত্র, পর্দাপ্রথা আর অন্যদিকে রুচিশীলা শকুন্তলার আধুনিক শিক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, অসাধারণ সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, শৈল্পিক দক্ষতার প্রসার ঘটেছে। তার মতো আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিতা নারী চাইলেই বিহারের রাজপরিবারের অবরোধ ঘোচানোর জন্য প্রচেষ্টা করতে পারত, কিন্তু তার প্রতিভা গোপন সম্পর্ক ও লোভের গর্তে হারিয়ে যায়। দীপনারায়ণের অসুস্থতার সুযোগে রতিকান্তের সঙ্গে নৈশাভিসারের ফল স্বরূপ শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। দীপনারায়ণের অগাধ ধনসম্পদ হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে রতিকান্ত ও শকুন্তলা রাজা দীপনারায়ণকে হত্যার চক্রান্ত করে।

'বহ্নি-পতঙ্গ' ছাড়াও ব্যোমকেশের আরও কয়েকটি কাহিনিতেও সামন্ততন্ত্র ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন এক্ষেত্রে 'সীমন্ত-হীরা', 'চোরাবালি', 'দুর্গরহস্য'র নাম উল্লেখ করা যায়। 'সীমন্ত-হীরা'[৪] গল্পে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের জমিদার চৌধুরী বংশের সন্তান স্যার দিগিন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বড়ো বিজ্ঞানী ও একইসঙ্গে স্বনামধন্য শিল্পী। তাঁর তৈরি নটরাজের মূর্তি শিল্পপ্রেমী মানুষের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করে। ফান্সের বিখ্যাত লুভ্যর জাদুঘরে সেই নটরাজের মূর্তি শোভা বর্ধন করে। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেছে। দিগিন্দ্রনারায়ণের ভাইপো তথা চৌধুরী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের মনের গভীর থেকে সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাসকে দূর করতে পারেনি। এজন্যই সীমন্ত-হীরা নিয়ে চৌধুরী পরিবার সাংঘাতিক সংস্কারাচ্ছন্ন। হীরাটিকে চৌধুরী পরিবারের সৌভাগ্যের দিশারি বলে মনে করা হয়। পারিবারিক নিয়ম মতে জ্যেষ্ঠ সন্তানদের অধীনে থাকত সীমন্ত-হীরাটি। এই বিধি মত বাবার মৃত্যুর পর ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ হীরাটি পেলে তার কাকা স্যার দিগিন্দ্রনারায়ণ তা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর অহংবোধে তীব্র আঘাত লাগে। যদিও তাঁর পারিবারিক সম্পত্তির ওপর কোনও মোহ ছিল না। এমনকী হীরা নিয়ে চৌধুরী পরিবারে যে সংস্কার প্রচলিত তাও বিশ্বাস করতেন না বিজ্ঞানী স্যার দিগিন্দ্রনারায়ণ।